কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

# র‍্যাগিংয়ে সিনিয়রদের অমানবিক আচরণ

শরীফুল আলম সুমন ▷

সিনিয়র শিক্ষার্থীরা জুনিয়রদের আদব-কেতা শেখাবে, লেখাপড়ায় দিকনির্দেশনা দেবে, কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান দেবে—এটাই প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক। অথচ রাজধানীর মিরপুর ১৪ নম্বরে অবস্থিত ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালে পুরোপুরি এর বিপরীত চিত্র। বড় ভাইদের (সিনিয়র) অত্যাচারে অতিষ্ঠ জুনিয়র শিক্ষার্থীরা। এসব ঘটনায় এই কলেজে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের সামনে দেশের ভাবমূর্তিও নষ্ট হচ্ছে।

অভিযোগ উঠেছে, র‍্যাগিংয়ের নামে বড় ভাইদের অন্যায্য নির্দেশনা নতুন শিক্ষার্থীদের মেনে নিতে হচ্ছে মুখ বুজে। কথার নড়চড় হলেই তাদের অমানবিক শাস্তির মুখ পড়তে হচ্ছে। কলেজ মাঠ, করিডর বা ছাদে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সঙ্গে চলে চড়থাপ্পড়ও। কলেজ ক্যান্টিন ব্যবহারেও ছোটদের অনুমতি নেই।

সিনিয়র শিক্ষার্থীদের এমন অমানবিক আচরণের কারণে সরকারি ডেন্টাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েও অনেক অভিভাবকই সন্তানকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চিন্তা করছেন। একের পর এক অভিযোগের পরও তদন্ত কমিটি করেই দায়িত্ব শেষ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন না নিয়েই ঢাকা ডেন্টাল কলেজে চলছে ছাত্রলীগের কথিত কমিটি। এই কমিটির সভাপতি সাদমান সাকিব ও সাধারণ সম্পাদক শামস সাফি। এই কমিটির নেতারা 'বশে' আনতে জুনিয়রদের ওপর নানামুখী অত্যাচার চালাচ্ছে। আর ছাত্রলীগের এসব কথিত নেতার ভয়ে সব কিছু জেনেও চুপ করে আছেন কলেজের অধ্যক্ষ। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর (উত্তর) সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান মিজান এ ব্যাপারে কালের কণ্ঠকে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

## র‍্যাগিংয়ে সিনিয়রদের অমানবিক

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ছাত্রলীগের কোনো অনুমোদিত কমিটি নেই। ওরা অবৈধভাবে ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করছে।'

অভিযোগে জানা গেছে, চলতি বছর এই কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পায় ৫৩ জন ছাত্রী ও ৪৪ জন ছাত্র। গত ১১ জানুয়ারি তাদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষক ও অভিভাবকদের হলরুম থেকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের ওপর চালানো হয় নির্যাতন। চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা হলরুমের গেটে ধাক্কা দিলেও তা খোলা হয়নি। পরে কাফরুল থানার পুলিশ এসে গেট খুলতে বাধ্য করে। এরপর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের কান্নারত অবস্থায় নিয়ে যান অভিভাবকরা।

নাম প্রকাশ না করে এক নবীন শিক্ষার্থী বলেন, "নবীনবরণ অনুষ্ঠানের দিন আমাদের বসতে বলে সিনিয়র প্রায় ১৫ জন ছাত্রী ও ২০ জন ছাত্র হলরুমে ঢোকেন। এরপর আমাদের বেঞ্চের নিচে মাথা দিয়ে হাত বেঞ্চের ওপর রাখতে বলা হয়। বলা হয়, 'তোমরা ক্যান্টিন ব্যবহার করতে পারবে না। যখনই ডাকব মিছিলে আসতে হবে। লাইব্রেরিতে যেতে পারবে না। সিনিয়ররা বললে যেকোনো কাজ করে দিতে হবে।' এ ধরনের নানা নির্দেশনা জারির সঙ্গে সঙ্গে পিঠে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। বেঞ্চের ওপর মাথা তুললেই চলে চড়থাপ্পড়।" একজন অভিভাবক বলেন, 'ঢাকায় থাকার জায়গা নেই। তাই কলেজ হোস্টেলে ছেলেকে দিয়েছিলাম। কিন্তু এক দিন পর থেকেই ছেলে কান্নাকাটি শুরু করে। অত্যাচারের ঘটনা শুনে ওকে হোস্টেল থেকে নিয়ে আবাসিক হোটেলে থাকছি। কিন্তু এভাবে অত্যাচার করলে কলেজে রাখাটাই মুশকিল হয়ে পড়বে।'

এসব বিষয়ে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও পরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ইকবাল হুসাইন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নবীনবরণের দিন সিনিয়ররা দরজা খুলছে না জানতে পেরে পুলিশে খবর দিই। তারা এলে সিনিয়ররা দরজা খুলে দেয়। কিছু অভিভাবক মৌখিকভাবেও অত্যাচারের বিষয়টি জানালে বিষয়টি তদন্তে কমিটি করা হয়। কিন্তু কমিটির প্রতিবেদন এখনো পাইনি। আমি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সেক্রেটারিকে ডেকেছিলাম। তারা বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছে, তারা শুধু সিনিয়রদের সম্মান দিতে বলেছে। এর পরও অভিযোগ প্রমাণিত হলে জড়িতদের এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হবে।'

সম্প্রতি কলেজ হোস্টেলে আসা এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমার রুম থেকে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রথম বর্ষের আট-১০ জনকে একটি রুমে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে এসে তাদের নির্দেশমতো চলছি কি না, তা চেক করা হয়। প্রায় রাতেই ১১টার পর থেকে ৩টা পর্যন্ত এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। মেয়েদের হোস্টেলেও একইভাবে অত্যাচার করা হয়। অত্যাচার সইতে না পেরে একটি মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মিরপুরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

এসব বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা) ডা. মো. আবদুর রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আমাদের কিছু জানায়নি। তবে অন্য মাধ্যমে জেনেছি। কোনো অভিভাবক বা ছাত্র লিখিতভাবে আমাদের জানালে ব্যবস্থা নিতে সহজ হতো। এর পরও আমরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে ব্যবস্থা নেব।'

ঢাকা ডেন্টাল কলেজে নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কাসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নরত। তারাও এসব ঘটনায় বেশ ভীত হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. নাসিরুল ইসলাম বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিন্দনীয়। অভিযোগের কিছুটা হলেও সত্যতা পাওয়া গেছে। একাডেমিক সভায় এ বিষয়ে নিন্দা প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে। শিগগিরই কমিটির প্রতিবেদন দেওয়া হবে।'